বর্ষ ৪ | সংখ্যা ১১ | মাঘ ১৪২৮ | জানুয়ারি ২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

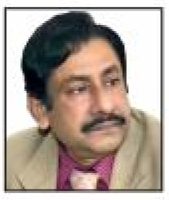

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ-এর সাথে সম্মানিত ডিনবৃন্দ, সকল বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট শুরু করা, ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিস চালু করাসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদ্রুত সম্ভব লিভার ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করা, প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউশনাল প্রাকটিস চালু করা, অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, পরীক্ষার জন্য হল তৈরি করা, একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা, সেন্ট্রাল এলামনাই গঠন করা, রেসিডেন্সী প্রোগ্রাম জোরদার করাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা ও গবেষণা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আজ ১লা জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ-এর সাথে সম্মানিত ডিনবৃন্দ, সকল বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময়ে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এই নির্দেশনা দেন। গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নানসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানবন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিব শতবর্ষ, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনডোর গেমস এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খেলাধুলারও প্রয়োজন রয়েছে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিব শতবর্ষ, মহান বিজয় দিবস, বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনডোর গেমস এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খেলাধুলারও প্রয়োজন রয়েছে। সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং খেলাধুলা শরীরের ব্যায়ামের চাহিদা পূরণ করে। আসলে খেলাধুলা মেধা ও মননের বিকাশ ঘটায়। উৎকর্ষ সাধন, প্রাণচাঞ্চল্য ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সুস্থ ধারার সংস্কৃতির বিকাশে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সবার জন্য ইনডোর গেমস এর পাশাপাশি আউটডোর গেমস এর আয়োজন করা হবে। আজ ৪ঠা জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)তে এক সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে দাবা, লুডু, টেবিল টেনিস, ক্যারামসহ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং আয়োজকদের মাঝে এক শত পদক বিতরণ করা হয়। এছাড়াও পুরস্কার ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যালি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের আহ্বান

ছাত্রলীগের ইতিহাস বাংলাদেশ তৈরির ইতিহাস: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ৪ঠা জানুয়ারি ২০২২ইং সকাল ১১টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজসমূহের প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে র‌্যালি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। প্রধান আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সকাল ১১টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর ক্যাম্পাসে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়। র‌্যালি শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, অধ্যাপক ডা. মোঃ জুলফিকার রহমান খান, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, ডা. জামাল উদ্দিন খলিফা, অধ্যাপক ডা. উত্তম বড়ুয়া, অধ্যাপক ডা. তৌহিদ মোঃ সাইফুল হোসেন দিপু, ডা. তারেক মেহেদী পারভেজ, ডা. তারেক মাহমুদ হোসেন, ডা. ইন্দ্রজিৎ কুমার কুন্ডু, ডা. মোঃ ফারুক হোসেন, ডা. হেলাল উদ্দিন, ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, ডা. ফরহাদ আলী খান ফরাদ, ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লাহ, ডা. চিত্তরঞ্জন দাস, ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন, ডা. বশির আহমেদ জয়, ডা. সমরেশ চন্দ্র সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সংগঠন হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের ইতিহাস বাংলাদেশ তৈরির ইতিহাস। এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের ইতিহাস। বর্তমানে দেশের মাথাপিছু আয় আড়াই হাজার মার্কিন ডলার। দেশে পাঁচটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ১১৩টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন এবং অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের এতো উন্নতি ও অগ্রগতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনো সক্রিয় ও হুমকি দিচ্ছে। প্রয়োজনে ছাত্রলীগকে এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষ সকল শক্তিকে রাজপথে থেকেই চিন্তা চেতনায় লালনকারী, পাকিস্তানি ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী, স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন বলেন, সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে সোনার মানুষ হতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ছাত্রলীগে হাইব্রিড নেতাদের প্রতিহত করতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমলাতান্ত্রিকতা অন্তরায় হিসেবে কাজ করে বলেও তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

"যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কেউ তাকে মারতে পারে না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"ডাক্তাররা রোগীকে মেরে ফেলতে চান না, রোগীর জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন।"
-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আজ ৬ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার তাঁর কার্যালয়ে ব্রেন ডেথ কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং করণীয় সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে মহামারী ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

সমন্বিতভাবে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের উদ্যোগে বছরব্যাপী প্যাথলজিভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি ও মাসব্যাপী হাসপাতাল ভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নিয়ে গবেষণার ফলাফল আজ ৫ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখ সকালে শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে সমন্বিতভাবে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। যাতে করে দেশে সঠিকভাবে ক্যান্সার রোগীদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়, ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কাজে লাগানো যায়। সেমিনারে গবেষণার ফলাফল নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ খালেকুজ্জামান, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ডা. শেহরিন ইমদাদ রায়না। তাঁদের উত্থাপিত প্রবন্ধে সারাদেশে ক্যান্সারের সঠিক তথ্য পেতে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি চালু এবং ক্যান্সার রেজিস্ট্রির কারিগরী দিক উন্নত করতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। সেমিনারে অন্য বক্তারা ক্যান্সার মোকাবিলায় ও করণীয় বাস্তবায়নে সঠিক নেতৃত্বদান, চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা, ক্যান্সার ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহের কার্যক্রম জোরদার ও প্রাপ্ত ডাটাসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং প্যাথলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. এম মোস্তফা জামান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদি সাবরিনা ফ্লোরা, হেলথ ইনফরমেশন ইউনিটের প্রধান ডা. শাহ আলী আকবর আশরাফি।

প্যাথলজিভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রিতে দেখা যায়, ডায়াগনোসিসের জন্য সংগৃহীত ২১,১৭৫টি নমুনার মধ্যে ৩,৫৮৯টি নমুনার (১৭ শতাংশের) ক্যান্সার চিহ্নিত হয়েছে। পুরুষদের (৪০.৫%) তুলনায় মহিলাদের (৫৯.৫%) ক্যান্সারের আধিক্য রয়েছে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের প্রধান ক্যান্সারসমূহ হল মূত্রথলি ১০.২%, প্রস্টেট ৯.৯%, মুখগহ্বরে ৮.৫%। মহিলাদের প্রধান ক্যান্সার হলো স্তন (২৩.৩%), জরায়ুমুখ (২১.৫%) এবং মুখগহ্বর (৮.৯%)। প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সারের পরিমাণ পুরুষের ১১.২%, মহিলাদের ৩১.৯%। নির্ণয়কৃত ক্যান্সারের মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা (৩১.৮%) এবং এডেনোকারসিনোমা (৩১.২%) হারই সর্বাধিক।

হাসপাতাল ভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নিয়ে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, মোট রোগীর সংখ্যা ১৬৫৬ জন। তাদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক ১২৩৮ জন এবং শিশু ৪১৮ জন। এখানে পুরুষদের প্রধান ক্যান্সার হলো ফুসফুস (৯.৬%), লিউকেমিয়া (৯.৪%), লিম্ফোমা ৯%। মহিলাদের স্তন (২৮.১%), থাইরয়েড (১৬.১%), জরায়ুমুখ ১২.২%। শিশু ছেলেদের প্রধান ক্যান্সার হলো লিউকেমিয়া (৭১.৫%), লিম্ফোমা ১০.৩%। শিশু মেয়েদের প্রধান ক্যান্সার হলো লিউকেমিয়া (৬৬.৫%), হাড় ১১.৬%।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ এ্যাপ্রোচ ইন এ্যাডোলোসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ সার্ভিসেস বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বয়োসন্ধিকালীন সময়ই নেতৃত্ব তৈরির প্রধান ভিত্তি বয়োসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যসহ সকল বিষয়ে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

'সকল ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সম দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করা জরুরি'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বয়োসন্ধিকালীন সময়ই নেতৃত্ব তৈরির প্রধান ভিত্তি। এই বয়সে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠে পরবর্তী জীবনে সেটাই প্রকাশ পায়। বাংলাদেশে বয়োসন্ধিকালীন কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য, তাদের অধিকারসহ সার্বিক বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বয়সের কিশোর কিশোরীদের জন্য একটি সেন্টার রয়েছে। যাতে করে এই সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা যায়। তিনি বলেন, মানুষের জীবনে বয়োসন্ধিকালীন সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বয়সের মানুষের জন্য সমাজে বসবাসকারী মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও গড়ে উঠেনি। বয়োসন্ধিকালীন সময়ে সন্তানকে মা-বাবার অধিক সময় দেওয়া প্রয়োজন। এই বয়সে যৌন শিক্ষার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সের মানুষের জন্য গবেষণা কার্যক্রমও জোরদার করতে হবে। কিশোর কিশোরীরা যাতে করে তাদের মনের কথা বলতে পারেন, পরিবারে এবং তাদের জীবনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন সমাজে সেই অবস্থা তৈরি করতে হবে। আজ ৯ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখ সকালে শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত 'জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ এ্যাপ্রোচ ইন এ্যাডোলোসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ সার্ভিসেস' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য এসব কথা বলেন।

কর্মশালায় অন্য বক্তারা বলেন, দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিতে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের জন্য সম দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করা জরুরি। বয়োসন্ধিকালীন কিশোরীদের জন্যও সমাজের ইতিবাচক ও সম দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদেরও ভূমিকা রয়েছে। একজন কিশোরী যাতে মেয়ে হওয়ার কারণে নিজেকে কোনোদিক থেকে অপূর্ণ না ভাবেন সেভাবেই সকলের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফের হেলথ ম্যানেজার ডা. জিয়াউল মতিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন।

চিকিৎসাসেবা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারসহ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপিত

সি-ব্লকে উদ্বোধন হলো বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি
কর্মরতদের জন্য চালু করা হলো চিকিৎসাসেবা শাখা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আজ সোমবার ১০ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখ সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এদিকে মুজিবশতবর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সি ব্লকের সামনে নবনির্মিত পুষ্পস্তবক অর্পণের বেদীসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও মাননীয় উপাচার্য মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের ৪র্থ তলায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসাসেবা শাখার শুভ উদ্বোধন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আমাদের অঙ্গীকার হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম অবশ্যই জোরদার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্যই আমরা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুই পুনর্গঠন করেছিলেন। স্বাস্থ্যখাতের আজকের সকল অগ্রগতির মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অবদান। জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য আমি দেশবাসীকে জোরালো আহবান জানাই। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই দেশবাসীকে সাথে নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যেই কিংবা তার পূর্বেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডীনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, নার্স-ব্রাদার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপস্থিত ছিলেন।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে, টিকাও নিতে হবে, ওমিক্রনে মৃত্যুহার কম এ কথা সত্য নয়: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, করোনাভাইরাসের আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ওমিক্রনের সংক্রমণ হার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট থেকে কয়েকগুণ বেশি। তবে ভয় না পেয়ে সচেতন ও সতর্ক হয়ে করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে, টিকাও নিতে হবে। সরকার ঘোষিত বিধি নিষেধও মেনে চলতে হবে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। নাক মুখ ঢাকা মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। আর টিকা নিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ ছাড়াও টিকা নেওয়ার পর করোনায় আক্রান্ত হলে রোগীর জটিলতা কম থাকে এবং মৃত্যু ঝুঁকিও কম থাকে। তিনি বলেন, ওমিক্রনকে হালকাভাবে নিলে চলবে না। ওমিক্রনকে মৃদু হিসেবে দেখার সুযোগ নাই। ওমিক্রনে মৃত্যুহার কম একথাও সত্য নয়। যারা ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত; হার্ট, কিডনী, লিভারে সমস্যা রয়েছে তাঁদের জন্য ওমিক্রন অবশ্যই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যারা মৃত্যুঝুঁকি আছে এমন রোগে অর্থাৎ কো মরবিডিটিতে ভুগছেন তাদেরকে অধিকমাত্রায় সতর্ক হতে হবে। বেশি বয়স্কদের যতটা সম্ভব বাইরে না যাওয়াই ভালো এবং ভীড় এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে বের হলে অবশ্যই সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। অনলাইন অফিস ও অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম আবারো জোরদার করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ওমিক্রন প্রতিরোধে এখনই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, সাথে সাথে করোনার সংক্রমণ আরো বৃদ্ধি পেলে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্যও এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আজ মঙ্গলবার ১১ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে তাঁর কার্যালয়ে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ মঙ্গলবার ১১ জানুয়ারি ২০২১ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় (আউটকাম বেইসড কারিকুলাম, সার্জারি ফ্যাকাল্টি) প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বায়োমেডিক্যাল রিসার্চসহ চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিসিএসআইআর এর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

এই সমঝোতা স্মারক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বায়োমেডিক্যাল রিসার্চসহ চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক এন্ড রিসার্চ (বিসিএসআইআর) এর সমঝোতা চুক্তি (মেমোরেনডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এমওইউ) আজ ১৩ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বিসিএসআইআর এর কার্যালয়ে স্বাক্ষর হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান প্রমুখ ছাড়াও বিসিএসআইআর এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা চুক্তি ল্যাবরেটরি বিষয়ে কারিগরি সহায়তা, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, টেকনিক্যাল সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ, চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত যৌথ গবেষণা, পারস্পরিক জ্ঞান আদানপ্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক এন্ড রিসার্চ এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজকের এই সমঝোতা স্বাক্ষর একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই চুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে নিত্যনতুন গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ও অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের রোগীদের জন্য সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের হাতে তাঁর কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার ১১ জানুয়ারি ২০২১ইং তারিখে মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক নিউজ লেটার ডিসেম্বর ২০২১ইং সংখ্যা তুলে দেন। এসময় মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এর পিস-২ সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব দেবাশীষ বৈরাগী, মিডিয়া সেলের সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস, জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রশান্ত কুমার মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

মানুষের রোগ প্রতিরোধে অবদান রাখে এমন গবেষণায় অধিক মনোযোগ দিন: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে আজ রবিবার ১৬ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল সেমিনার সাব-কমিটির উদ্যোগে ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা (ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্সি: মিথ অর ফ্যাক্ট) নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সেন্ট্রাল সেমিনার সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'রোল অব ভিটামিন ডি অন এস্কেলেটাল এন্ড এক্সট্রাএস্কেলেটাল ডিজিজেস' বিষয়ে অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু শাহীন, 'ম্যানেজমেন্ট অফ অস্টিওপোরোটিক ফ্যাকচার' বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু, 'বায়োকেমিক্যাল এক্সপেট্রাম এন্ড ডিটারমিনেশন অফ ভিটামিন ডি' বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মাসুম আলম। সহকারী অধ্যাপক ডা. সম্প্রীতি ইসলামের সঞ্চালনায় সেমিনারে অধ্যাপক ডা. আবু জাফর চৌধুরী বিরু, অধ্যাপক ডা. মিনহাজ রহিম চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. এম এ হাসানাত, অধ্যাপক ডা. মোঃ মতিউর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধ বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এমন গবেষণায় অধিক মনোযোগ দিতে বলেছেন। চিকিৎসকদেরকে চিকিৎসেবার পাশাপাশি গবেষণার প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। ভিটামিন এর স্বল্পতা প্রসঙ্গে বলেন, চিকিৎসাসেবার প্রয়োজনে সকল বিষয়ের চিকিৎসকদেরই ভিটামিন ডি এর বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ গবেষণা ফলাফল সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। ভিটামিন ডি এর স্বল্পতার কারণে মানুষ নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেসকল মানুষের ভিটামিন ডি এর ঘাটতি রয়েছে তাদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির জটিলতাও অধিক পরিলক্ষিত হয়।

অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু শাহীন তার উপস্থাপিত প্রবন্ধে ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা থাকলে যেসকল রোগ হতে পারে তা নিয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের রিকেট, বড়দের অস্টিওপোরোসিস, অস্টিওম্যালেশিয়ার মতো নীরবঘাতক রোগ হয় যাতে মানুষের হাড় ভেঙ্গে যায়, মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। ভিটামিন ডি এর স্বল্পতার সাথে ব্রেইন, হার্টের রোগের সম্পর্ক রয়েছে, এমনকি ক্যান্সার ও কিছু সংক্রামক রোগেরও সম্পর্ক রয়েছে। তবে আমরা যদি একটু সচেতন হই, বিশেষ করে খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এনে দুধ জাতীয় খাবার যথাযথ পরিমাণে গ্রহণ করি তাহলেই এসব রোগ থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পারব।

সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু তার প্রবন্ধে বলেন, বিশ্বের ৬০ বছর বয়সী প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজন মানুষ অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত। হাড়ের দুর্বলতার কারণে এই বয়সে মানুষদের সামান্য আঘাত বা পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডের, হিপজয়েন্ট ও হাতের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এই অবস্থা প্রতিরোধের জন্য শরীরে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা দূর করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে সূর্যের আলো গ্রহণ ছাড়াও নিয়মিতভাবে কিছু ওষুধ সেবন করা উচিত। এছাড়াও চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপন ফিরে পাওয়া সম্ভব।

এদিকে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আজ সোমবার তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মাঠে ভাইস-চ্যান্সেলর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ বুধবার ১২ জানুয়ারি ২০২১ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত নার্সিং অনুষদের এক সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আজ বুধবার ১৯ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে ইউরোলজি বিভাগের রিসার্চ সেলের শুভ উদ্বোধন করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আজ বুধবার ১৯ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগে উদ্যোগে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি ও গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি ওপিডি স্পেশাল ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিশুদের মেরুদন্ডের বাঁকা হাড় সোজাকরণ ইউনিটের শুভ উদ্বোধন

১০ বছরের এক শিশুর মেরুদন্ডের বাঁকা হাড়ের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের স্পাইনাল সার্জনদের উদ্যোগে শিশুদের মেরুদন্ডের বাঁকা হাড় অপারেশনের মাধ্যমে সোজাকরণ ইউনিট চালু করা হয়েছে। এদিকে আজ সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে কেবিন ব্লকের অপারেশন থিয়েটার ১০ বছরের ফুয়াদ হাসান নামে এক শিশুর বাঁকা পিঠ সোজা করার জন্য মেরুদন্ডের বাঁকা হাড়ের সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আজ সোমবার মহতী এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের ইউনিট প্রধান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, উক্ত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু জাফর চৌধুরী বিরু, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস ১ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের ইউনিট প্রধান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগ ভবন ২ এর ৪০৭নং কক্ষে প্রতি রবিবার বাঁকা পিঠের সমস্যায় নিয়ে ভোগা শিশুদের অভিভাবকগণ যোগাযোগ করে এই সেবা তাঁর সন্তানের জন্য নিতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বল্পমূল্যে অস্ত্রোপচারসহ এই চিকিৎসাসেবাটি প্রদান করা হচ্ছে।

এদিকে আজ সোমবার ১৭ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ২০২১ইং ২০২২ইং শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মিলিত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোভিড-১৯-এর ৭৬৯টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর আক্রান্তদের ২০ শতাংশই বর্তমানে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা আক্রান্ত ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

'প্রাপ্ত ফলাফলের চেয়ে অনেক বেশি ওমিক্রন আক্রান্ত রোগী সনাক্তবিহীন অবস্থায় আছে'

বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর আক্রান্তদের ২০ শতাংশই বর্তমানে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা আক্রান্ত। আজ ১৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর জেনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চ প্রজেক্ট-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক (সুপারভাইজার) অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই তথ্য জানান। গত ৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে গত ৮ জানুয়ারি ২০২২ইং পর্যন্ত সংগৃহীত স্যাম্পলের ২০ শতাংশই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এবং ৮০ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়। তিনি বলেন, দেশে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, প্রধান গবেষক অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান ও জেনেটিক্স এন্ড মলিকিউলার বায়োলজি বিষয়ক অধ্যাপক প্রধান গবেষক ডা. লায়লা আনজুমান বানু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই রিপোর্ট বিএসএমএমইউ-এর চলমান গবেষণার ৬ (ছয়) মাস ১৫ (পনের) দিনের ফলাফল। গত ২৯ জুন ২০২১ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২২ ইং পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত সারা দেশব্যাপী রোগীদের উপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় দেশের সকল বিভাগের রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পলিং করা হয়। গবেষণায় মোট ৭৬৯ কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর ন্যাযোফ্যারিনজিয়াল সোয়াব স্যাম্পল থেকে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের জেনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। বিএসএমএমইউ-এর গবেষণায় ৯ মাস থেকে শুরু করে ৯০ বছরের বয়স পর্যন্ত রোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২১ থেকে ৫৮ বছর বয়সের রোগীদের সংখ্যা বেশি। যেহেতু কোন বয়সসীমাকেই কোভিড ১৯-এর জন্য ইমিউন করছে না, সে হিসেবে শিশুদের মধ্যেও কোভিড সংক্রমন রয়েছে। আরও পাওয়া গেছে, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাদের কো-মরবিডিটি রয়েছে যেমন- ক্যান্সার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস তাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। পাশাপাশি ষাটোর্ধ বয়সের রোগীদের দ্বিতীয়বার সংক্রমণ হলে সে ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, কোভিড-১৯-এর জেনোম সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ গবেষণায় জুলাই ২০২১ এ দেখা যায় মোট সংক্রমনের প্রায় ৯৮ শতাংশ হচ্ছে ইন্ডিয়ান বা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। ১ শতাংশ হচ্ছে সাউথ আফ্রিকান বা বেটা ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা সংক্রমন, ১ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি মরিসাস ভ্যারিয়েন্ট অথবা নাইজেরিয়ান ভ্যারিয়েন্ট। জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১-এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জিনোম সিকোয়েন্স এ প্রাপ্ত ডাটা অনুযায়ী ৯৯.৩১% ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট, একটি করে ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন - আলফা বা ইউকে ভ্যারিয়েন্ট এবং বেটা বা সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্য একটি স্যাম্পল এ সনাক্ত হয় 20B ভ্যারিয়েন্ট, যা SARS-COV-2-এর একটি ভ্যারিয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট। ৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০২২ এ পর্যন্ত সংগৃহীত স্যাম্পলের ২০ শতাংশই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এবং ৮০ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়। এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট গুণিতক হারে বৃদ্ধির আশংকা করা যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট-এর চেয়ে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট-এ অনেক বেশি infection ছড়াচ্ছে বলে প্রতিয়মান। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ভাইরাসের জেনেটিক কোড এ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এর চেয়ে বেশি ডিলিশন মিউটেশন পাওয়া গেছে, যার বেশির ভাগ ভাইরাসটির স্পাইক প্রোটিন রয়েছে। এই স্পাইক প্রোটিন-এর উপর ভিত্তি করে বেশির ভাগ ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। স্পাইক প্রোটিন-এর বদলের জন্যই প্রচলিত ভ্যাকসিনেশনের পরেও ওমিক্রন সংক্রমনের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই জিনোম সিকোয়েন্সিং-এ কোনো কোনো ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর দুই ডোজ ভ্যাকসিন দেয়া ছিলো। তৃতীয়বারের মত সংক্রমন রোগী পাওয়া গেছে। হাসপাতালে ভর্তিরোগী থেকে সংগৃহীত স্যাম্পলে জিনোম সিকোয়েন্স করে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। যেহেতু ওমিক্রন সংক্রমনে মৃদু উপসর্গ হয়েছে, সেটা হাসপাতালে ভর্তি রোগীতে ওমিক্রন না পাবার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি মৃদু উপসর্গের রোগীদের মধ্যে টেস্ট না করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। তাই প্রাপ্ত ফলাফলের চেয়েও অনেক বেশি ওমিক্রন আক্রান্ত রোগী undetected অবস্থায় আছে। প্রত্যেক করোনা ভাইরাস ভ্যারিয়েন্ট বিপদজনক এবং তা মারাত্মক অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পাশাপাশি ভাইরাসের নিয়মিত মিউটেশনের আমাদের প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে। তাই করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাসহ টিকা গ্রহণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন হজকিনলিম্ফোমা রোগে আক্রান্ত শ্রাবণ স্ন্যাল সুস্থ হয়ে উঠছেন: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতা ও সহায়তায় সুস্থ হয়ে উঠছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের অধিবাসী ১২ বছর বয়সী শ্রাবণ স্ন্যাল। আজ ২০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই তথ্য জানান। এই সময় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু ভিআইপি ব্যক্তিবর্গ নয়, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের সাধারণ গরীব মানুষেরও খোঁজখবর রাখেন। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের অধিবাসী ১২ বছরের বয়সী শিশু শ্রাবণ স্ন্যালকে যে হজকিনলিম্ফোমা রোগে আক্রান্ত তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এর উজ্জ্বল ও মহৎ উদাহরণ। শ্রাবণ স্ন্যালকে ভর্তি করানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার ম্যাসেঞ্জারে (মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের মোবাইলে) রোগীর ছবি পাঠান ও মোবাইলে কথা বলে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার কথা জানান। এরপর গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ইং তারিখে এক বছরের জ্বর ও গলার ডানপাশে লসিকাগ্রন্থি ফোলা নিয়ে ভোগা শ্রাবণ স্ন্যালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্বদ্যিালয়ে হেমাটোলজি বিভাগে অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ এর অধীনে ভর্তি করা হয়। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার হজকিনলিম্ফোমা রোগ নির্ণয় করা হয়। গত ৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রথম কেমোথেরাপি শুরু হয় এবং বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলমান আছে। রোগ নির্ণয়ের সময় তাঁর টিউমারের আকার ছিল ৮.৫×৫ সেন্টিমিটার এবং বর্তমানে এর আকার ২×১ সেন্টিমিটার।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য দরিদ্র রোগীদের জন প্রতি ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ফান্ড থেকেও দরিদ্র রোগীদের সহায়তা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সমাজের বিত্তবানরা ও ব্যাংকগুলোর সোস্যাল রেসপনসিবিলিটির অংশ হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও রোগী কল্যাণ ফান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসলে আরো বেশি সংখ্যক দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।

উল্লেখ্য, শ্রাবণ স্ন্যাল এখন শহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। তাঁর বাবা খোকন আরেং কৃষি কাজ করেন এবং তাঁর মা নীলিমা স্ন্যাল একজন গৃহিনী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সার্বিক সহায়তায় ইউরোলজি বিভাগে পুনরায় লেজার অপারেশন চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সার্বিক সহায়তায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা লেজারের মাধ্যমে অপারেশন চালু হয়েছে। এরফলে এখন থেকে রোগীদের কিডনী ও মুত্রনালীর পাথর লেজারের মাধ্যমে অপসারণ করা সম্ভব হবে।

ইউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক হোসেন জানান, তিন বছর ধরে ইউরোলজি বিভাগের লেজার মেশিন বন্ধ ছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার রোগীদের কষ্ট লাঘবে লেজার মেশিনটি সচল করার উদ্যোগ নেন। এরফলে লেজার মেশিনটি পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো জানান, আজ সোমবার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে এক পুরুষ রোগীর লেজারের মাধ্যমে মুত্রনালীর পাথর সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৬৬তম সভা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে শহীদ ডা. মিল্টন হলে আজ ২৩ জানুয়ারি ২০২১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, রেজিস্টার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

শিশুদের জন্য আইসিইউ (পিআইসিইউ) স্থাপন, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণসহ রোগীদের সুবিধার্থে নানা উদ্যোগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন শিশুদের জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (পিআইসিইউ) স্থাপন, কোভিড ১৯ আক্রান্ত রোগীদের জরুরি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্ডিয়াক মনিটর, ভেন্টিলেটর, হেমোডায়ালাইসিস মেশিন নিশ্চিত করাসহ রোগীদের সুবিধার্থে নানা মহতী উদ্যোগ নিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ২৭ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে অর্থ কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এই সকল মহতী বিষয় বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় রোগীদের চিকিৎসাসেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফারটিলিটি বিভাগ, এ্যানেসথেশিয়া বিভাগ (আইসিইউ), শিশু নেফ্রোলজি বিভাগ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগ, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, নিউরোলজি বিভাগ, এনাটমি বিভাগ ইত্যাদি বিভাগের আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়াও করোনাকালীন বাজার দরের কথা বিবেচনা করে দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের জন্য তাদের বেতনের হার বৃদ্ধি, বহির্বিভাগ ১ ও ২ এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণেরর কাজ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মোঃ আবদুস সোবহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ২০২২-২০২৩ইং সালের কার্যকরী কমিটি গঠিত, সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক ডা. মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ

শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, বরিশালের ২০২২-২০২৩ইং সালের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ডা. মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ। সম্প্রতি রাজধানীর মাতুয়াইলের মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে উক্ত সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে এই কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন কার্যকরী কমিটির সহ সভাপতি হলেন ডা. পিযুষ কান্তি দাস, ডা. সৈয়দ জাহিদ হোসেন, ডা. ইসতিয়াক হোসেন, ডা. এ এইচ এম তৌহিদুল আলম, ডা. কুদ্দুসুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ ডা. মোঃ মনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, ডা. সৈয়দ সহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. এম মান্নান, ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক আমিনুর রহমান শাহীন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ডা. ইসরাত জাহান নীনা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন, সাহিত্য সম্পাদক ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. জহুরুল হক সাচ্চু, ডা. নুরুন নবী সরকার ও ক্রীড়া

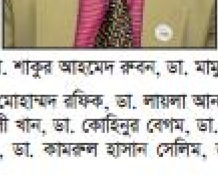

মনিরুজ্জামান শাহীন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল, আপ্যায়ন সম্পাদক ডা. দীপক কুমার বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ডা. সম্পাদক ডা. নাজমুল হোসেন মুক্ত।

সদস্য হলেন ডা. মিঞা বেলায়েত হোসেন, ডা. একেএম আমিনুল হক, ডা. সৈয়দ মোঃ ফাতেমা নার্গিস, ডা. গোলাম ফারুক, ডা. এস এম এম জহির উদ্দিন, ডা. রফিকুস সালেহীন বাচ্চু, ডা. ডা. মোঃ ফরিদ মিঞা, ডা. মোঃ জাকির হোসেন, ডা. মোঃ মহিতুর রহমান, ডা.আবু খুলদুন আল মাহমুদ, আলী জিন্নাহ, ডা. মেহেদী নেওয়াজ, ডা. মাহফুজুর ব্রিগেডিয়ার ডা. মংটেন উইন, ডা. মানবেন্দ্র সরকার, নিজামউদ্দিন,ডা. জাহাঙ্গীর চৌধুরী টিটু, ডা. শামিম সরোয়ার, ডা. সৈয়দ মাকসুমুল হক, ডা. মোঃ এ কে মোঃ আবু তৈয়ব রহমান, ডা. জিল্লুর রহমান ভূইয়া, তারিক মেহেদী পারভেজ, ডা. নজরুল ইসলাম, ডা. ডা. নজরুল ইসলাম, ডা. ফারুক হোসেন, ডা. শাহেদ রহমান বুলু, ডা. বশির আহমেদ জয়, ডা. সাইফুল ইসলাম, ডা. তরিকুল ইসলাম, ডা. তৌহিদুজ্জামান, ডা. শাকুর আহমেদ রুবন, ডা. মামুন মোর্শেদ, ডা. মোঃ রাসেল ও ডা. ইন্দ্রজিত কুন্ডু।

উপদেষ্টা হলেন ডা. মোঃ লুৎফর রহমান, ডা. সালেহ মোহাম্মদ রফিক, ডা. লায়লা আনজুমান্দ বানু, ডা. মীর মোঃ নজরুল ইসলাম, ডা. মোঃ শহিদুল্লাহ, ডা. খাদিজা বেগম, ডা. মোঃ হায়দার আলী খান, ডা. কোহিনুর বেগম, ডা. গোলাম মোঃ সেলিম, ডা. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, ডা. এ কে এম আসাদুজ্জামান, ডা. জাহাঙ্গীর কবির, ডা. কামরুল হাসান সেলিম, ডা. শেখ মহিউদ্দিন, ডা. সরোজ কুমার মজুমদার ও ব্রিগেডিয়ার ডা. মোঃ নাজমুল ইসলাম।

আজ শনিবার ২৯ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের হাতে তাঁর কার্যালয়ে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা ২০২২ উপলক্ষে প্রকাশিত বাণী বন্দনার কার্ড স্যারের হাতে তুলে দেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা উদযাপন কমিটি ২০২২এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. উজ্জল কুমার ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু প্রমুখ। সম্পাদনা: সহকারী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার।

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন-এর এডহক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ স্পোর্টস মেডিসিন-এর এডহক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বিশিষ্ট চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ বিশিষ্ট বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। মহাসচিব হয়েছেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী ইমরান। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই কমিটি গঠন করেছে।

নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি হলেন ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, অধ্যাপক ডা. এম এ আজিজ, অধ্যাপক ডা. এ কে এম সালেক, অধ্যাপক ডা. এ কে এম খুরশিদুল আলম, যুগ্ম সম্পাদক হলেন ডা. শেখ শাহিনুর হোসেন, ডা. মোঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ ও দপ্তর সম্পাদক ডা. মোঃ নুরুজ্জামান খন্দকার।

সদস্য হলেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাউদ্দিন আল আজাদ, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোজাফফর আহমেদ, অধ্যাপক ডা. কৃষ্ণ প্রিয় দাশ, ডা. দেবাশীষ চৌধুরী, ডা. মোছাঃ নিলুফার ইয়াছমীন, ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু, ডা. মোঃ রসুল আমিন, ডা. মোঃ রাসেল ও ডা. শায়লা শারমীন শাহনেওয়াজ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম হাইব্রিড পদ্ধতিতে রক্তনালীর চিকিৎসা সম্পন্ন হলো

হার্ট আর রক্তনালি সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যার সম্পূর্ণ চিকিৎসার অন্যতম অন্তরায় ছিল সংশিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব। এর বাইরেও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও নেতৃত্বের অভাব ছিল লক্ষ্য করার মত। এই সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এটি সম্ভব হয়েছে একদল তরুণ, উদ্যমী, দক্ষ আর নিষ্ঠাবান কার্ডিওভাসকুলার ইন্টারভেনশনিস্ট, ভাসকুলার সার্জন, এনেস্থেসিওলজিস্ট ও অভিজ্ঞ সাপোর্ট টিম-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে। পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ (peripheral vascular disease) নামক এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে যখন আলোচ্য রোগী এক পা হারাবার উপক্রম তখনই মুক্তিদূত হয়ে আসে বাঙালীর আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চিকিৎসক, যাদের মধ্যে রয়েছে কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ইউনিট প্রধান (ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট) ডাঃ মোঃ রসুল আমিন(শিপন), সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ ফয়সাল ইবনে কবির, ভাসকুলার সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ রাকিবুল হাসান ও এনেস্থেসিয়া, এনালজেসিয়া ও ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিভাগের কনসাল্ট্যান্ট ডাঃ ইমতিয়াজ, এক পায়ের রক্তনালী বন্ধ থাকার কারণে পায়ের আঙ্গুলে পচন ধরে তা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হবার পথে ভাসকুলার সার্জারীর একটি জটিল প্রক্রিয়া এথেরেকটমি (atherectomy) এবং পায়ের রক্তনালীতে রিং বসানোর মাধ্যমে এই আক্রান্ত পায়ের রক্তসঞ্চালন সম্পূর্ণ পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয় যার ফলে রোগীর ভোগান্তির চূড়ান্ত অবসান হয় আর রোগীর পা রক্ষা পায়। এই প্রথম বাংলাদেশে কার্ডিওভাসকুলার ইন্টারভেনশন এবং ভাসকুলার সার্জারী একই সময়, একইসাথে ভাসকুলার সার্জারী অপারেশন থিয়েটার ও কার্ডিয়াক ক্যাথল্যাবে সম্পন্ন হয়। এধরণের চিকিৎসা তথা হাইব্রিড পদ্ধতি (hybrid procedure) উন্নত দেশে হলেও বাংলাদেশে এটাই প্রথম যার নেতৃত্বে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আর যার নেপথ্যের নায়ক হলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ যার অনুমোদন এবং অনুপ্রেরণাই এরকম একটি কাজকে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছে। মাননীয় উপাচার্য স্যারের নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হবার পথে আরও এগিয়ে নেবে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্স নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ-কে ইমেরিটাস অধ্যাপক নিয়োগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্স নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল আজ ৩১ জানুয়ারি ২০২২ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহকে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এর আগে আজ সোমবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শহীদ ডা. মিল্টন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৮৫ তম সিন্ডিকেট এর সভায় এসব বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় সিন্ডিকেটের সম্মানিত সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম সুষ্ঠু সুন্দরভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সর্বমোট ৬৭০ (১০৯ ও ৫৬১) জন নার্সকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ১৭৫ জন কর্মচারীকে তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন পদে এবং ৫৩৪ জন কর্মচারীকে চতুর্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে আজকের সিন্ডিকেটের সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইউজিসির সম্মানিত অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহকে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পিএইচডি কোর্স চালু, নিজস্ব প্রেস তৈরি, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরগণ, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, পরিচালক (হাসপাতাল) মহোদয়ের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন বিষয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রথমবারের মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ইন্ট্রা ভাস্কুলার লিথোট্রিপসি আইভিএল এর ব্যবহার

মাননীয় উপাচার্যের উন্নয়নের পথে একধাপ উত্তরণ

প্রথমবারের মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ইন্ট্রা ভাস্কুলার লিথোট্রিপসি আইভিএল ব্যবহার করে করোনারি এঞ্জিওপ্লাস্ট বা হার্টে রিং পরানো হয়েছে বিএসএমএমইউতে। বৃহস্পতিবার (১৩ জানুয়ারি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি ইউনিটের ক্যাথ ল্যাবে জটিল এ অপারেশনের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান।

প্রথমবারের মতো লাইভ ইন বক্স সম্প্রচারের মাধ্যমে পর পর দু'টি অপারেশন সম্পন্ন হয়। অপারেশন হওয়া একজন রোগীর বয়স ৮০ বছরের বেশি। এই প্রক্রিয়া সফল হওয়ায় খুশি সংশ্লিষ্টরা। পরবর্তীতে আরও সহজে এই অপারেশন সম্ভব হবে বলে মনে করছেন ডা. মোস্তফা জামান। অপারেশনের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান বলেন, মানুষের হার্টে বিভিন্ন কারণে ব্লক হতে পারে। একজন রোগী নিজেই বুঝতে পারবে যে তার হার্টে ব্লক আছে। রোগীর যদি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল বেশি, স্থূলতা, ধূমপানের অভ্যাস ও পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস থাকলে তাদেরই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারা একটু পরিশ্রম বা হাঁটাহাঁটি করলেই বুকে একধরনের চাপ অনুভূত করলে আমরা সাধারণভাবে ধারণা করি তার হৃদরোগ থাকতে পারে। তখন কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হতে পারি বিষয়টি সম্পর্কে। মূলত ইটিটি টেস্টে যদি সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আমরা ধারণা করি যে রোগীর হার্টে ব্লক আছে। পরে এনজিওগ্রামের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে হার্টের ব্লকের পরিমাণ কতটুকু আছে।

তিনি আরও বলেন, হার্টে ব্লক থাকলে আমরা তিন ধরনের চিকিৎসা দিয়ে থাকি। প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ দিয়ে ব্লক সারানোর চেষ্টা করা হয় পরবর্তীতে কাজ না হলে রিং পরানো বা বাইপাস সার্জারি করা হয়। অনেকের ব্লক অনেক বেশি শক্ত হয়ে যাওয়ায় রিং পরানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে রিং পরানো হলে পরবর্তীতে হার্টে সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। রিংয়ের স্থায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো আইভিইউএস এর মাধ্যমে একটি জটিল অপারেশন সম্পন্ন করেন এই চিকিৎসক। আজ পর পর দু'টি অপারেশন সফল হওয়ায় দু'জন রোগীই সুস্থ রয়েছেন। পরিশেষে তিনি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য স্বপ্নপুরুষ আখ্যায়িত করে। ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের সংস্থায় পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **প্রকাশক :** অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল হান্নান রেজিস্ট্রার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd, **ই-মেইল:** mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০